সদানন্দের মেলা

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন রিলিজ

এস্, এম্, প্রোডাকসন্স নিবেদিত

সদানন্দের মেলা

ভূমিকায় :

সুচিত্রা সেন, পদ্মা দেবী, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, পল্টু রাণী, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, উত্তমকুমার, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্ক সোম, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বিজয় বসু, ও আরো অনেকে।

সংগঠনে :

কাহিনী : মণি বর্মা ● চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গান : প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রধান যন্ত্রশিল্পী : সরোজ মিত্র ● চিত্রশিল্পী : বঙ্কু রায়
শব্দযন্ত্রী : সমর বসু ● শিল্প নির্দ্দেশক : সত্যেন রায় চৌধুরী
সুরসৃষ্টি : কালিপদ সেন ● যন্ত্রী সংঘ : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
রসায়নাগারাধ্যক্ষ : উমা মল্লিক ● সম্পাদক : বিশ্বনাথ মিত্র
কর্মসচিব : নীতীশ রায়।

প্রযোজনা ও পরিচালনা : সুকুমার দাসগুপ্ত

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : নীতীশ রায়, বিমল শী, বিজয় বসু
চিত্রশিল্পে : বিজয় গুপ্ত, বিজয় রায় ● শব্দযন্ত্রে : অনিল দাসগুপ্ত
সম্পাদনায় : প্রণব ঘোষ ● দৃশ্যসজ্জা : রবি ঘোষ, প্রফুল্ল মল্লিক
রূপসজ্জা : বসন্ত দত্ত, গনেশ দাস ● রসায়নাগারে : রবি মজুমদার, অনিল মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু বন্দ্যোঃ, হারাধন দাস, সুশান্ত মাহতি
আলোক নিয়ন্ত্রণ : ধীরেন দাস, দেবু মণ্ডল ● ব্যবস্থাপনা : সমর বসু, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, মনু সেনগুপ্ত।
স্থির চিত্র : সুবোধ দত্ত

—অরোরা ষ্টুডিওতে গৃহীত—

পরিবেশক : ডিলুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ।

ঘর কোনদিনই তার ছিল না, ছিল মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা। এক বর্ষা রাতে ধ্বসে পড়ে সেটুকুও গেল নিশ্চিহ্ন হ'য়ে। পথের মানুষ আবার পথে এসে নামল।

দু'পা ফেলতেই আর একটি সঙ্গীও জু'ট গেল—তারই মত আশ্রয়হীন একটি বিড়ালছানা।

কাহিনীর মোড় ঘুরল এখানে।.....

বছর পাঁচেকের ফুটফুটে একটি মেয়ে এসে সদানন্দের কাছে আবদার জানাল বেড়াল ছানাটা তার চাই।

'বেশ'ত, নিয়ে যাও!'

বোনকে খুঁজতে খুঁজতে পার্কে এসে অজিত এই কাণ্ড দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। নিজেদেরই আশ্রয় যাদের নেই তারা আবার অতিথি জোটায় কোন সাহসে?

সাহস দিলের, সঙ্গতি নাই বা রইল! 'নিজেদের থাকার জায়গা যাদের নেই, অতিথির আদর ত তাদেরই কাছে।'

কিন্তু সেলামীর অভাবে যাদের বাড়ি জোটে না—আজ ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে, কাল অফিসের কোন একটা ঘরে, পরশু কোন ডালাওয়ালার দোকানে মাথা গুঁজে যাদের দিন কাটাতে হয়, এধরণের কথার কোন মূল্যই নেই তাদের কাছে। তবু বোনকে টেনে নিয়ে যাবার সময় বেড়ালছানাটাকেও কোলে তুলে নিতে অজিত ভুলল না। সদানন্দ বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে। আশ্রয়ের অনিশ্চয়তায় দিশেহারা মানুষের বাইরের আবরণটা আজ কত রুক্ষ হয়ে উঠেছে!

কিন্তু উপায়ই বা কি? মানুষ আছে, বাড়ি নেই।

অবশ্য কোথাও আবার বাড়ি আছে, কিন্তু মানুষ কই?

এমন একটা জায়গার সন্ধান পেয়ে গেল সদানন্দ। বাড়ি নয় অট্টালিকা—বছরে ন'মাস খালিই পড়ে থাকে। মালিক দক্ষিণারঞ্জন থাকেন, দিল্লীতে, কোটি কোটি টাকার কারবার সেখানে।

গ্যারেজের আস্তানা থেকে অট্টালিকায় এসেও অজিতের মনটা খুঁতখুঁত করতে থাকে। জিজ্ঞাসা করলে সদানন্দ হেসে উড়িয়ে দেয় কিন্তু কোথায় যেন একটু রহস্য আছে এই বাড়ি নেওয়ার ব্যাপারে। শুধু কি তাই, অজানা অচেনা একটি তরুণী না বলে কয়ে গটগট করে এসে ঢুকল, পরমাত্মীয়ের অভ্যর্থনায় তাকেও দলে টেনে নিল সদানন্দ। শহরের সব হা-ঘরের জায়গা এখানে আছে,—শুধু আনাগোনা করতে হবে পেছনের দরজা দিয়ে, এই হ'ল সদানন্দের হুকুম।

পরকে আপন করে নেওয়ার সুরে এদিকে সদানন্দের মেলা ক্রমশঃ জমতে থাকে—ওদিকে দক্ষিণারঞ্জনের সব চেয়ে আপন জন বুঝি আজ পর হয়ে যায়।

বাবার পাঠানো টাকা ফেরত পাঠিয়ে শীলা জানিয়েছে: বাবার টাকার পাহাড়ের আড়ালে পৃথিবীর আসল রূপটাই তার কাছে অজানা রয়ে গেল, এবার সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আপন যোগ্যতায় পৃথিবীকে চিনবে।

সমস্ত কিছু অন্ধকার হয়ে গেল দক্ষিণারঞ্জনের জীবনে—কোটি কোটি টাকার মুনাফা আজ আর আবর্জনার স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। স্ত্রী বহুদিন আগেই তাঁর জীবন থেকে সরে গিয়ে পূজো আর্চার ধোঁয়ায় আত্মগোপন করেছে। একমাত্র মেয়ে, আজ সে ও তাঁর কাছ থেকে সরে যেতে চায়।

মেয়ের সন্ধানে দক্ষিণারঞ্জন ছুটে এলেন কলকাতায়। এসে দেখেন আর এক বিপত্তি, তাঁর বাড়ি দখল করে কারা বাস করছে।

কর্মচারী পাঠিয়ে কোন ফল হ'ল না, তাই নিজেই ছুটে চললেন এর যথোচিত ব্যবস্থা করতে। অপ্রত্যাশিতভাবে সামনে এসে দাঁড়াল শীলা, 'না বাবা, ওখানে তোমার যাওয়া হবে না।'

তার মানে? কতকগুলো রাস্তার লোক না বলে কয়ে আমার বাড়ি দখল করে বসে আছে আর আমি চুপ করে থাকব?

'তার আগে লোকগুলো কে এবং কি, তা' তোমায় নিজের চোখে দেখতে হবে। দক্ষিণারঞ্জন হ'য়ে নয়, ওদেরই একজন হয়ে ওদের চিনতে হবে, জানতে হবে।'

মেয়ের কাছে হার মানতে হল দক্ষিণারঞ্জনকে। শীলার মাষ্টারমশাই, এই পরিচয়ে তিনি প্রবেশ করলেন সদানন্দের মেলাতে।

এখানে প্রতি পদে রয়েছে বিধি নিষেধ, অলিখিত আইনের বাঁধন। প্রতি পদে ঠোক্কর খেতে থাকেন দক্ষিণারঞ্জন।

শীলা জিজ্ঞাসা করে সদানন্দকে,—আর কতদিন আপনার হাঘরের মেলা জমিয়ে রাখবেন মামুভাই?

'কতদিন আর! যতদিন জমে ঠিক ততদিন তার বেশী জমাতে গেলেই ত ময়লা জমবে।'

কিন্তু এতে লাভ কি?

'যে মন নিয়ে একদিন সকলে এসে জমেছিলাম, সেই মন নিয়ে আর ফিরব না, সেই ত পরম লাভ।'

এ লাভের হদিশ দক্ষিণারঞ্জনের জানা ছিলো না। টাকা আনা পাইয়ের হিসেব নিকেশে ডুবে থেকে নিজের জীবনের জমার ঘর কোন ফাঁকে শূন্য হয়ে উঠেছে, তা তিনি টেরও পাননি। সদানন্দের বিচিত্র শুভঙ্করীর পাঠ নিয়ে জীবনে যে নতুন খতিয়ান তৈরী করলেন দক্ষিণারঞ্জন .... তারই চিত্ররূপ প্রতিফলিত হবে রূপালী পর্দায়—

———

গান

(১)

নাই যদি কেউ শোনে
আমি বলার সুখে বলি,
মুকুল আমার ফুটুক
খবর নাইবা নিল অলি।
পাবার লোভে দেওয়া
এ নয়, পারে যাবার খেয়া,
কূল যেথা নাই, সেই অকূলেই
হৃদয় জলাঞ্জলি।

থামব না গো থামব না।
তুফানে পাল ছেঁড়ে ছিঁড়ুক
তীরের ডাকে নামব না।
নাই ঠিকানা জানা
তবু মিছে সকল মানা
প্রাণের নদী, আপন বেগে
বয় যদি উছলি।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

(২)

হই যদি বড়লোক মস্ত
করব কি? বল কি করব?
ছাদ থেকে হাত তুলে
আকাশের চাঁদটারে ধরব?
খাব কি? সোনাদানা মুক্তো!
বড়লোক হয়ে এই সুখতো!
নাড়বনা হাত পা কিচ্ছু,
দিনরাত চৌদোলা চড়ব।

হায় হায় বড়লোক হওয়া দায়!
কত বড় হয়েছি তা
মাপতেই দিন যায়।
তারচেয়ে ছোট্টই থাকি না
তোয়াক্কা কারো কোন রাখি না।
খাই দাই গান গাই
বড় শুধু প্রাণটাই
এই ছাড়া নাই কোন গর্ব।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

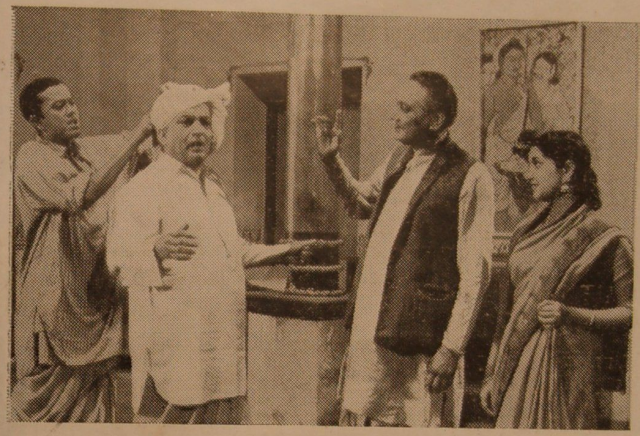

(৩)

শ্রীরাম চরিত কথা যাই
তুলনা কোথাও তার
নাইরে নাইরে নাই
তুলনা কোথাও তার নাই
পবিত্র হোমশিখা বরণী
জানকী সতী যার ঘরণী
অনুচর ছায়াসম দোসর অনুপম
অতুলন লক্ষ্মণ ভাই।
কি কহিব শ্রীরাম মহিমা
ভাষা পায়না তারই সীমা

পিতৃসত্য লাগি অকুণ্ঠ চিত্ত
হ'ল বনবাসী ছাড়ি ধনজন বিত্ত
পরিধান বল্কল আহার বনফল
মনে তবু কোন ক্ষোভ নাই।
সীতার দুখের কথা কহিতে নারি
পাষাণ বিদরে বুঝি ব্যথায় তারি
পতি অনুগামিনী তবু চির অভাগিনী
স্বরগের দ্যুতি নিল ধরণীতে ঠাঁই
তুলনা কোথাও তার নাই।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

———

অরোরার পক্ষ হইতে শ্রীসত্যকিংকর রায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।

নূতন ধারায় অমর জীবন কাহিনীর নবচিত্ররূপ

অরোরার সশ্রদ্ধ নিবেদন

জয়দেব

৺ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের
প্রখ্যাত জয়দেব নাটকের চিত্ররূপ

ভূমিকায় : অসিতবরণ
রবীন • হরিধন • তুলসী
ভানু • বিকাশ • দেবযানী
অনুভা • পদ্মা দেবী

•

কণ্ঠসঙ্গীতে :
অসিতবরণ • রবীন
সতীনাথ • নচিকেতা
• উৎপলা • গায়ত্রী • বিনয়

পরিচালনা : ফণী বর্ম্মা

মুক্তিপথে